২৫-০৫-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ভালোবাসা আত্মার সাথে হওয়া উচিত, চলতে-ফিরতে অভ্যাস করো, আমি আত্মা, আমি আত্মার সাথে কথা বলি, অবশ্যই আমি কোনও মন্দ কাজ করিনা ।"

প্রশ্নঃ - বাবা দ্বারা রচিত যজ্ঞ যতদিন চলবে ততদিন পর্যন্ত বাবার কোন নির্দেশ ব্রাহ্মণদের অবশ্যই পালন করতে হবে ?

উত্তরঃ - বাবার নির্দেশ - বাচ্চারা, যতদিন এই রুদ্র যজ্ঞ চলে ততদিন তোমাদের অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে । তোমরা, ব্রহ্মার বাচ্চারা ব্রহ্মাকুমার কুমারী কখনও বিকারের পথে যেতে পারোনা । যদি কেউ এই নির্দেশ অবজ্ঞা করো তবে খুব কড়া শাস্তি পেতে হবে । যদি কারও মধ্যে ক্রোধেরও অশুভ শক্তি থাকে তাহলেও সে ব্রাহ্মণ নয় । ব্রাহ্মণকে দেহী-অভিমানী হতে হয় এবং কখনও বিকারের বশীভূত না হওয়া, ব্রাহ্মণের একান্ত করণীয় ।

গীতঃ- ও দূরদেশী পান্থ . . . .,

ওম্ শান্তি । দূরদেশী পথিককে তোমরা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেউ জানতে পারনা । লোকে তাঁকে ডাকে - হে পরমধাম নিবাসী পরমপিতা পরমাত্মা এসো । পিতা বলেন যে, তারা তাঁকে বাবা ডাকে, কিন্তু তাদের বুদ্ধিতে আসেনা পিতার রূপ কি বা আত্মা কি ! যদিও তারা বুঝতে পারে, আত্মা উজ্জ্বল তারার মতো ভ্রুকুটির মাঝে থাকে । ব্যস্ ! তারা আর অন্যকিছু জানেনা । আমরা - আত্মাদের মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট লিপিবদ্ধ করা আছে । মানুষের এইসব বিষয়ের কোনও জ্ঞান নেই । এমনকি, আত্মা শরীরে কিভাবে প্রবেশ করে, তাও জানেনা । গর্ভের মধ্যে নড়াচড়া হলে তখন তোমরা বুঝতে পারো যে আত্মা প্রবেশ করেছে । যখন তোমরা পরমপিতা পরমাত্মা বলো, তখন এটা আত্মাই বলে, বাবা ! আত্মা জানে যে এই শরীর জাগতিক পিতার দ্বারা দেওয়া হয়েছে । আমাদের বাবা নিরাকার । নিশ্চিত, আমাদের বাবাও আমাদের মতোই বিন্দু হবেন । মানুষও তাঁর মহিমা গায় । তিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজ । তিনি জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন । যাই হোক, তিনি কত বড় বা ছোট, তা' সবার বুদ্ধিতে বসেনা । আগে তোমাদের বুদ্ধিতেও ছিলনা আত্মা কি ! তোমরা পরমাত্মাকে স্মরণ করা সত্ত্বেও, তোমরা কিছু জানতে না । বাবা তো নিরাকার, তাহলে তিনি কিভাবে পতিত-পাবন হবেন ? তিনি কি জাদু করেন ! পতিতকে পবিত্র বানাতে তাঁকে অবশ্যই আসতে হয় । ঠিক যেমন আমরা-আত্মারা শরীরের মধ্যে থাকি, একইভাবে নিরাকার বাবাকে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতেই হয় । এই কারণে মানুষ শিবরাত্রি বা শিব জয়ন্তী উত্সব পালন করে । যেমনই হোক, কেউ জানেনা তিনি কিভাবে এসে আমাদের পবিত্র করেন ! আর এই কারণে তারা বলে তিনি সর্বব্যাপী । প্রদর্শনীতে বা কোথাও তোমরা যখন ভাষণ ইত্যাদি করতে যাও, সর্বাগ্রে বাবার পরিচয় দাও, তারপরে আত্মার । আত্মার অধিষ্ঠান ভ্রুকুটির মধ্যভাগে । সমস্ত সংস্কার আত্মায় থাকে । শরীরের বিনাশ হয় । তোমরা যা কিছু করছ তা' আত্মাই করে । শরীরের অরগ্যান্স আত্মার ওপর নির্ভর করেই কাজ করে । রাতে আত্মা অশরীরি হয়ে যায় । আত্মাই বলে, আমি আজ খুব ভালো করে বিশ্রাম নিয়েছি অথবা আমি আজ বিশ্রাম নিতে পারিনি । আমি এই শরীর দ্বারা ব্যবসা ইত্যাদি করি । বাচ্চারা তোমাদের এই অভ্যাস ধীরে ধীরে মনে সঞ্চারিত হওয়া উচিত্, আত্মাই সবকিছু করে । আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে, তাকে শব বলা হয় । তখন সেই শরীর আর কাজের থাকেনা । আত্মা যখন শরীর ছেড়ে দেয়

শরীরে তখন দুর্গন্ধ হয় । তারপর তারা দেহ নিয়ে জ্বালিয়ে দেয় । অতএব, তোমাদের ভালোবাসা আত্মার সাথে । বাচ্চারা, তোমাদের শুদ্ধ অভিমান থাকা উচিত্ যে, তোমরা আত্মা । তোমাদের সম্পূর্ণরূপে আত্ম-অভিমানী হতে হবে । এর জন্যই সমস্ত মেহনত চাই । এই অরগ্যান্স দ্বারা আমি আত্মা অবশ্যই কোন খারাপ কাজ করবনা । নয়তো, শাস্তি পেতে হবে । আত্মা যখন শরীরে থাকে তখনই দুঃখ-যন্ত্রনা ভোগ করতে হয় । শরীর বিনা আত্মা দুঃখভোগ করতে পারেনা । সুতরাং, প্রথমে আত্ম-অভিমানী এবং পরে পরমাত্ম-অভিমানী হও । আমি পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । লোকে বলে যে, পরমাত্মা তাদের রচনা করেছেন । তিনি রচয়িতা, কিন্তু কেউ জানেনা তিনি কিভাবে রচনা করেন । তোমরা এখন জানো পুরানো দুনিয়ায় থেকে পরমপিতা পরমাত্মা কিভাবে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করেন ! দেখ ! কত চমত্কার এই রীতি ! তারা তো প্রলয় দেখিয়ে দিয়েছে ! তারা বলে পিপুল পাতায় ভেসে ছোট বালক এসেছিল, কিন্তু তারা সেই ছোট বালককে দেখায় না । একেই বলা হয়ে থাকে অজ্ঞান । তারা বলে, ভগবান শাস্ত্র বানিয়েছেন । ব্যাস তো ভগবান হতে পারেননা ! ভগবান বসে বসে কি শাস্ত্র লিখেছেন ? তাঁর মহিমা করা হয় যে, তিনি সব শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে দেন । যাই হোক, বেদ , শাস্ত্র পড়ে কারও লাভ হয়না । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যাদের ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান আছে, তারা ভাবে যে তারা ব্রহ্মতত্ত্বে লীন হয়ে যাবে । ব্রহ্ম তো মহতত্ব, যেখানে আত্মারা থাকে । এইসব না জানার কারণে যা তাদের মনে আসে বলতে থাকে এবং অন্যান্য মানুষও বলতে থাকে যে সেইসব সত্যি ! বহু মানুষ হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি করে । কিন্তু তোমরা সেসব করতে পারোনা । তোমরা কি কোমল কন্যাদের এবং মাতাদের সেই কষ্ট দিতে পারো ? প্রথমদিকে মাতারা কখনও রাজবিদ্যা পড়ত না ! তাদেরকে ভাষা শেখার জন্য স্কুলে পাঠানো হতো, কিন্তু তারা চাকরীতে যেতনা । এখন তাদের পড়াশোনা করতে হয়, যাতে উপার্জন করার কেউ না থাকলে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে, ভিক্ষা না করতে হয় ! তা নয়তো সাধারণতঃ কন্যাদের ঘরের কাজ শেখানো হতো । এখন ব্যারিস্টার, ডাক্তার হওয়ার জন্য তারা লেখাপড়া শেখে । এখানে তোমাদের কোনকিছু করতে হয়না । প্রথম-প্রথম কেউ যখন এখানে আসে তাদের শুধু বাবার পরিচয় দাও । নিরাকারকে সবাই শিববাবা বলে, কিন্তু কেউ জানেনা তাঁর রূপ কি ! ব্রহ্ম হলো তত্ব । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আকাশ কত বিশাল, তোমরা এর অন্তে পৌঁছাতে পারবে না ! ঠিক সেইরকমই ব্রহ্মতত্বও অন্তহীন ! এর ছোট একটা অংশে আমরা আত্মারা থাকি । আর বাকি সবটা মহাকাশ ! সাগরও বিশাল ; এর কোনও সীমা নেই । তোমরা মহাকাশের অন্তে পৌঁছাতে পারবে না । বিজ্ঞানীরা সেখানে যেতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু যেতে যেতে তাদের জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যায় ! ঠিক একইভাবে মহাতত্ব অতি বৃহৎ । যখন তোমরা সেখানে যাও, কিছু খোঁজার প্রয়োজন হয়না ! সেখানে আত্মাদের এই বিচার করারও প্রয়োজন নেই, খুঁজে লাভ কি হবে ! তারা যেমন স্টারের মধ্যে বিশ্ব খোঁজে, কিন্তু এতে লাভই বা কি ! সেখানে বাবাকে পাওয়ার কোনও রাস্তা নেই । ভক্তরা ভক্তি করে ভগবানকে পাওয়ার জন্যে । সুতরাং, তারা ভগবানকে পায় । তিনি মুক্তি, জীবনমুক্তি দেন । ঈশ্বরকে খুঁজতে হয়, নাকি মহাকাশ, যেখানে তোমরা কোনকিছু খুঁজে পাওনা । গভার্নমেন্ট কত খরচ করে ! এই হলো অলমাইটি গভার্নমেন্ট । না পাণ্ডব আর না কৌরবকে মুকুটসহ দেখানো হয়েছে ! বাবা এসে তোমাদের সবকিছু বুঝিয়ে দেন । তোমরা যখন এতসব নলেজ পাচ্ছ, তবে তোমাদের অনেক খুশিতে থাকা উচিত্ যে এই পড়া বেহদের বাবা স্বয়ং আমাদের পড়াচ্ছেন । তোমরা আত্মারা বলো যে তোমরা আগে দেবী-দেবতা ছিলে । তোমরা তখন খুব সুখী ছিলে, তোমরা ছিলে পুণ্য আত্মা ! এখন আমরা পাপ আত্মা হয়েছি কারণ, এটা রাবণরাজ্য । সবাই রাবণের মতে চলে । তোমরা চলো ঈশ্বরীয় মতে । রাবণও গুপ্ত এবং ঈশ্বরও গুপ্ত । এখন ঈশ্বর তোমাদের মতনির্দেশ দেন । রাবণ কেমন মত দেয় ? রাবণের তো কোনও রূপ নেই,

কিন্তু সে তো রূপ ধরে ! রাবণের অনেক রূপ আছে । তোমরা জানো, তোমাদের পাঁচ বিকার আছে, যার জন্য তোমরা আসুরিক মতে চলছ । মেল -ফিমেল উভয়ের মধ্যেই পাঁচ বিকার আছে । এইসব কথা মানুষের বুদ্ধিতে তখনই বসবে যখন তারা জানবে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়াচ্ছেন । পরমাত্মা নিরাকার ! একমাত্র তিনি যখন সাকারে আসেন তখনই আমরা ব্রাহ্মণ হতে পারি । বাবা আসেন রাতের বেলায় ! শিবরাত্রিও ব্রহ্মারাত্রি হয়ে যায় । ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচিত হয় । যজ্ঞের জন্য অবশ্যই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন । ব্রাহ্মণদের যতক্ষণ যজ্ঞের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় ততক্ষণ তাদের পবিত্র থাকতে হবে । এমনকি জাগতিক ব্রাহ্মণও যখন যজ্ঞ রচনা করে, বিকারে যায়না । যদিও তারা সাধারণতঃ বিকারে থাকে, কিন্তু যখন যজ্ঞ রচনা করে তারা বিকারকে প্রশ্রয় দেয়না । একইভাবে, মানুষ যখন তীর্থে যায়, তারা তীর্থে থাকাকালীন বিকারকে প্রশ্রয় দেয়না । তোমরা ব্রাহ্মণরাও এই যজ্ঞের রক্ষক, সুতরাং যদি তোমরা অসংযত হও তবে পাপ আত্মায় পরিণত হবে । যজ্ঞ এখনও চলছে, সুতরাং, শেষ পর্যন্ত তোমাদের পবিত্র থাকতে হবে । ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, ব্রহ্মার বাচ্চারা অবশ্যই কখনো অসংযমী হয়োনা । বাবা একটা ফরমান জারি করেছেন, তোমরা কখনও অসংযমী আচরণ করোনা । তানাহলে, অনেক শাস্তি ভোগ করতে হবে । যখন তোমরা অবাধে নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করো, সবকিছু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায় । এমন কেউ ব্রহ্মাকুমার -কুমারী হতে পারেনা, কিন্তু তারা শূদ্র, অনার্য । বাবা তোমাদের নিরন্তর মনে করিয়ে দেন যে, তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলে পবিত্র থাকবে ! যদি ব্রাহ্মণ হওয়ার পর বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে, তোমরা যথেচ্ছাচার করো, তাহলে চণ্ডালের জন্ম পেতে হবে । এখানে গণিকাসম অধিকতর খারাপ জন্ম হয়ই না । এটা গণিকালয়, যেখানে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই একে অপরকে বিষ দিচ্ছে । মায়া যত সংকল্পই আনুক না কেন, কোনও সমস্যা নেই, কিন্তু তোমরা অসংযত হয়ে নিজেদের কলঙ্কিত কোরোনা । কেউ কেউ বলপ্রয়োগ করে । কন্যাদের তত শক্তি থাকেনা । পবিত্রতার সাথে তোমাদের আচরণও খুব ভালো হতে হবে । তোমাদের আচার-আচরণ খারাপ হলে তোমরাও আর কোনও কাজের থাকবে না । লৌকিক মাতাপিতা অসংযমী হলে বাচ্চারাও তাদের থেকে শেখে । পারলৌকিক বাবা তোমাদের সেইরকম শিক্ষা দেননা । বাবা তোমাদের দেহী-অভিমানী বানান । কখনও ক্রোধ কোরোনা । ক্রোধের সময় তোমরা ব্রাহ্মণ নও, চণ্ডাল ; কারণ ক্রোধের অশুভ শক্তি কাজ করে ! এই অশুভ শক্তিই মানুষের দুঃখের কারণ । বাবা বলেন, ব্রাহ্মণ হওয়ার পর কোনরকম আসুরিক কিছু কোরোনা । বিকারকে প্রশ্রয় দিয়ে তোমরা যজ্ঞকে অপবিত্র করো, এই বিষয়ে তোমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে ! ব্রাহ্মণ হওয়া তোমাদের মাসীর বাড়ী বেড়াতে যাওয়ার মতো সহজ নয় ! এই যজ্ঞে থেকে অবশ্যই কোনও খারাপ কর্ম করবে না । পাঁচ বিকারের একটা বিকারও যেন না থাকে । ভেবোনা যে তোমাদের ক্রোধিত হওয়া কোন সমস্যা নয় ! যদি তোমরা অশুভ শক্তি আসতে দাও, তার অর্থ তোমরা ব্রাহ্মণ নও । কেউ কেউ বলে, এই লক্ষ্য অনেক উঁচু । যদি তোমরা এখানে চলতে না পারো তবে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেদের মনের ইচ্ছা চরিতার্থ করো ! এই জ্ঞানে সদা তোমাদের পবিত্র এবং হর্ষিত থাকতে হবে । তোমরা পতিতপাবন বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে তাঁকে সহায়তা করতে হবে ; কোনরকম বিকার থাকা উচিত্ নয় । কেউ কেউ এখানে আসার সাথে সাথে মুহূর্তমধ্যে বিকার ত্যাগ করে । বোঝা উচিত্ তোমরা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের ব্রাহ্মণ ! তোমরা অবশ্যই এমন কাজ কোরোনা যাতে তোমাদের বিবেক দংশন হয় । তোমাদের হৃদয়রূপী দর্পণে দেখ তোমরা উপযুক্ত হয়েছ কিনা ! ভারতকে পবিত্র বানানোর আমরা নিমিত্ত, সুতরাং নিশ্চয়ই যোগে থাকা উচিত্ । সন্ন্যাসী মানুষ শুধু পবিত্র হয় কিন্তু বাবার সম্বন্ধে কিছুই জানেনা । অনেক লোকে হঠযোগ ইত্যাদি করে, কিন্তু কিছু লাভ হয়না । তোমরা জানো, বাবা এসেছেন আমাদের শান্তিধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য । আমরা আত্মারা

সেখানকার নিবাসী । আমরা সুখধামে ছিলাম, এখন দুঃখধামে আছি । এখন সঙ্গমযুগ – তোমরা যদি নিরন্তর এইভাবে স্মরণে থাকো তাহলে সর্বদা তোমাদের মুখে হাসি থাকবে । যেমন দেখ ব্যাঙ্গালোরের এই অঙ্গনা বষ্চি সবসময় হাসছে । 'বাবা' বললেই খুশিতে ভরপুর হয়ে যায় । তার এতেই খুশি যে সে বাবার বাষ্চা ! যাদের সাথেই তোমাদের দেখা হোক তাদের জ্ঞান দিতে থাকো । হ্যাঁ,কেউ কেউ হয়তো তোমাকে পরিহাস করবে কেননা এইসব নতুন কথা কেউই জানেনা, ভগবান এসে আমাদের পড়ান । কৃষ্ণ কখনও এসে পড়ান না । আষ্ছা !

মিষ্টি –মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাষ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ–স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাষ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ–

১) রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের ব্রাহ্মণ হয়ে এমন কোনও কাজ করবেনা যার জন্য বিবেক দংশন হয় । কোনরকম বিকার বশীভূত হয়োনা ।

২) পতিত –পাবন বাবার প্রকৃত সহায়ক হওয়ার জন্য সদা পবিত্র এবং হর্ষিত থাকতে হবে । জ্ঞানের স্মরণে থেকে সদা হাস্যময় হতে হবে ।

বরদানঃ– মন–বুদ্ধি –সংস্কার বা সর্ব কর্মেন্দ্রিয়কে নিয়মনীতি অনুসারে চালিত করে স্বরাজ্য অধিকারী ভব

স্বরাজ্য অধিকারী আত্মারা নিজের যোগের শক্তি দ্বারা সব কর্মেন্দ্রিয়কে তাদের অর্ডারে নিয়ন্ত্রণ করে । না, শুধু এই স্থূল কর্মেন্দ্রিয় নয় , মন –বুদ্ধি –সংস্কারও রাজ্য অধিকারীর ডাইরেকশনে অথবা নিয়মনীতিতে চলে । তারা কখনও সংস্কারের বশে থাকেনা বরং সংস্কারকে নিজের বশে করে শ্রেষ্ঠ নীতি অনুযায়ী কাজে প্রয়োগ করে, সম্পর্ক–সম্বন্ধের মধ্যেও তাদের ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ সংস্কার প্রকাশ পায় । স্বরাজ্য অধিকারী আত্মারা স্বপ্নেও ভুলপথে চালিত হবেনা ।

স্লোগানঃ– নির্মাণের বিশেষত্বকে ধারণ করলে তোমরা সদা সাফল্য অর্জন করতে পারবে ।